আশোকের ধম্মের স্বরূপ

মৌর্য সম্রাট অশোক তার শিলালিপি সমূহের দ্বারা জনগণের কাছে যে ধর্মমত প্রচার করেন তাকে ধম্ম বলা হয়। পালি ভাষায় ধর্মকে ধম্ম বলা হয়। মাস্কি লিপিতে অশোক প্রথম ধম্ম শব্দটি উল্লেখ করেন। এছাড়া ব্রহ্মগিরির লিপির দ্বিতীয় অংশে তিনি ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন এবং সপ্তম স্তম্ভ লিপিতে ধম্মের ব্যাখ্যা চরম পরিণতি লাভ করে। তিনি তাঁর ধর্মানুরাগ, ধর্মানুশীলন এবং ধর্মপ্রচারের কথা সাগ্রহে ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন লেখে। ধর্মকে কী বিশেষরূপে তিনি দেখেছিলেন, তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন।

অশোকের ধম্ম ছিল সরল, ব্যবহারিক ও দার্শনিক। ড. রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, অশোক তাঁর ধম্মের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন উভয়কে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মুখ্য স্তম্ভ লেখে অশোক ধর্মের ছ'টি লক্ষণের কথা বলেছেন। লক্ষণগুলি হল- অপাসিনবে (অপাস্নব), বহুকয়ানে (বহুকল্যাণ), দয়া, দানে (দান), সচে (সত্য) এবং (শুচিতা)। সপ্তম মুখ্য স্তম্ভ লেখেও অশোক ধর্মের ছয়টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল দয়া, দানে, সচে এবং সোচবে (শুচিতা), মদবে (মার্দব) এবং সাধবে (সাধুতা)। লক্ষ্য করবার বিষয়, দয়া, দানে, সচে এবং সোচয়ে এই চারটি বৈশিষ্ট্য উভয় তালিকায় স্থান পেয়েছে। প্রথম তালিকাটিতে অপাসিনবে এবং বহুকয়ানে বলে আরও দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় তালিকায় এদের উল্লেখ নেই। সেখানে মদবে ও সাধবে বলে দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। বহুকয়ানে এবং সাধবের অর্থ একই। কিন্তু অপাসিনবে ও মদবে পদ দু'টির অর্থ ভিন্ন। তাহলে ধর্মের সর্বসমেত সাতটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের কথা জানা গেল। এগুলি হল (১) অপাসিনবে (২) বহুকয়ানে বা সাধবে (৩) দয়া (৪) দানে (৫) সচে (৬) সোচয়ে এবং (৭) মদবে।

আসিনবের অর্থ পাপ প্রবৃত্তি বা পাপ প্রবণতা। এই প্রবৃত্তি বা প্রবণতা থেকে মুক্তির অর্থে অপাসিনবে। এর জন্য রাগ, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, দর্প ও ঈর্ষার মতো রিপুগুলিকে অবশ্যই জয় করতে হবে। কয়ানের অর্থ কল্যাণ। প্রভূত কল্যাণ অর্থে বহুকয়ানে। সচে বলতে বোঝায় সত্য। সোচয়ে যা, শুচিতাও তাই। মদবের অর্থ সৌজন্য।

অশোক কেবল ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেননি, এগুলি রূপায়ণের পথও নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে জীবজগতের প্রতি অহিংস আচরণ, পশুহত্যা পরিহার ও দাস - ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহারেই দয়ার সার্থকতা। দানের প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ব্রাহ্মণ-শ্রমণের উদ্দেশ্যে দানের কথা বলেছেন। মাতা-পিতা, গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ব্রাহ্মণ-শ্রমণ সকলের সেবায় মদবে বা সৌজন্যের সার্থকতা।

বহুকয়ানে বা সাধবে বলতে অশোক পথের ধারে বৃক্ষরোপণ, কূপখনন, তৃষ্ণার্তের জন্য জলপানের ব্যবস্থাপনার মতো জনহিতকর কাজের কথা বলেছেন।

অশোকের ধর্মকে অর্থশাস্ত্রের কঠোর রাজনৈতিক তন্ত্রের পরিপূরক বলা যায়। উল্লেখযোগ্য যে, সমাজ-বিন্যাস-বিধান হিসেবে দেখা এই ধারণাকে অশোক মানবিক করে তুলেছিলেন। অশোকের ধম্ম ছিল প্রধানত একটি নৈতিক ধারণা এবং এই ধারণা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এই ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে অশোক ধর্মীয় শিক্ষা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার সাধন করতে এবং বলা বাহুল্য দুর্বলকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজ্যের সব জায়গায় মানুষের সামাজিক আচরণ সম্পর্কে ধম্মের মাধ্যমে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যাতে কোনও সামাজিক ও সাংস্কৃতিকে গোষ্ঠী তার বিরোধিতা করতে না পারে।

☂ অশোক প্রবর্তিত ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক

অশোক প্রবর্তিত ধম্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে। দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা অশোকের ধর্মের নৈতিক ব্যাখ্যা সমর্থন করেননি। তারা মনে করেন, অশোক যে ধর্ম প্রচার করেছেন তা আসলে বৌদ্ধধর্ম, বিশেষত বৌদ্ধ গৃহীদের আচরণীয় ধর্ম। সত্য বলতে কী, অশোক ধর্মের যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তার সব কটি উপাসক - উপাসিকাদের অবশ্য পালনীয় নীতি বলে দীঘনিকায়ের লক্‌খনসুত্তান্ত ও সিগালোবাদসুত্তে বলা হয়েছে। সংসারী লোকের স্বর্গলাভের কথা ভগবান বুদ্ধ বলেছেন। যেমন বলেছেন অশোক।

অশোকের প্রচারিত ধর্ম মূলত নীতিবাদ, না বৌদ্ধধর্ম, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের বাগ - বিতণ্ডা আজও অবসান হয়নি। অশোক তাঁর ধর্মে বুদ্ধ বা সংঘ সম্পর্কে কোনও কথা বলেননি। আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা নির্বাণের প্রসঙ্গও তিনি উত্থাপন করেননি। এসবের উল্লেখ থাকলে অশোকের ধর্মের বৌদ্ধস্বরূপ নিশ্চিতরূপে প্রকটিত হত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিশেষ এক পরিস্থিতিতে অশোকের ধর্মানুরাগ ও ধর্মানুশীলন শুরু হয়েছিল। আর এ কথাও ভুললে চলবেনা, কলিঙ্গ যুদ্ধজনিত অশোকের মনস্তাপের ফলেই সে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। মানসিক শান্তির জন্যই তাঁর পুরোনো ধর্মমত পরিহার ও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষান্তর। তাঁর মনে ধর্মেরও উন্মেষ ঘটে এই সময়। ফলে অশোকের ধর্মে বৌদ্ধধর্মের প্রতিফলন থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। সর্বজনীন রূপ আছে, বৌদ্ধধর্মের এরূপ বৈশিষ্ট্যের অনুশীলনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই তাঁর প্রচারিত ধর্মে বুদ্ধ ও

সংঘের উল্লেখ নেই, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণাদির কথাও সেখানে অনুচ্চারিত। ধর্মকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে তাঁর এই সতর্কতা। আর একটি কথা, তখনকার দিনের বৌদ্ধরা ধর্ম বলতে নিজেদের আচরিত ধর্মকেই বুঝতেন। সাধারণভাবে অশোকের ধম্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের নীতিবোধের মিল দেখা যায়। যেমন অশোক যজ্ঞে পশুবলি নিষিদ্ধ করেছেন এবং অসৎ ব্যক্তির নৈতিক আচরণ সম্ভব নয় একথা বলেছেন। এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় অশোক বিভিন্ন উপায়ে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি (চক্ষু) মেলে ধরার দাবি করেছেন। চক্ষু শব্দের এই ব্যবহার বৌদ্ধ ধর্মপদেও পাওয়া যায়। তাই অশোকের ধম্মের ভাব ও ভাষা ব্যক্তিগত চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রকাশ নয় - তা যেন ধম্মপদের পরিপূরক।

অশোক প্রচারিত ধম্ম বৌদ্ধ ধর্ম নয় বলে যাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ফ্লিট, স্মিথ, ড. আর. কে. মুখার্জি, রিস ডেভিডস প্রমুখ ইতিহাসবেত্তাগণ। আর তাঁদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন ড. ভাণ্ডারকর। ড. ভাণ্ডারকর তার 'অশোকা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, অশোকের ধম্ম হল লৌকিক বৌদ্ধধর্ম। তাঁর গৃহী প্রজাদের কাছে ধম্ম নামে 'গৃহী বিনয়' (বৌদ্ধ ধর্মের গৃহীদের পালনের বিধি) বৌদ্ধ ধর্মকে প্রচার করেন। ভাব্রুলিপিতে উল্লেখিত অশোকের ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থগুলো নির্বাচিত করেছেন, সেই শাস্ত্রগুলির সবই কোন-না-কোন বৌদ্ধ সূত্ত রূপে চিহ্নিত। তাই ভাণ্ডারকরের মতে অশোকের ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের সমার্থক।

উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করে ড. স্মিথ সহ আরও অনেকে বলেছেন, অশোক কখনোই তাঁর ধম্ম এবং বুদ্ধের উপদেশকে এক করে দেখেননি। এঁদের মতে অশোকের লিপি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত - সাধারণ ঘোষণা এবং ব্যক্তিগত ধারণা (রুম মিনদেই, ভাব্রু প্রভৃতি লিপি গুলি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত) এরা আরও বলেছেন অশোকের ধম্ম তাঁর রাষ্ট্রনীতির অংশবিশেষ। তাই ধম্মের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য অশোকের ব্যক্তিগত লিপির ওপর নির্ভর করা সঙ্গত নয়।

আবার ডি. ডি. কোশাম্বি মনে করেন, অশোক বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং সমাজের শ্রেণী সংঘাত এড়াতে ধম্ম প্রচার করেন। অন্যদিকে রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন, ধম্ম ছিল অশোকের নিজেরই উদ্ভাবন। ধম্ম হয়ত হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাবধারার কাছে ঋণী। কিন্তু মূলত এটি ছিল একটি ব্যবহারিক সুবিধাজনক এবং নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যই অশোক তাঁর ধম্ম প্রচার করেছিলেন বলেন রোমিলা থাপার মনে করেন।

ধর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অশোক বলেন, ধর্মানুশীলনের মধ্য দিয়ে মানুষ পরলোকে অনন্ত পুণ্য অর্জন করে। এই অনন্ত পুণ্যকে তিনি কখনও কখনও স্বর্গ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের কাছে স্বর্গের চেয়ে কাম্যতর বস্তু আর কিছু নেই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অশোক যে ধম্মের কথা বলেছেন, সে ধর্মে

মানবিক গুণের বিকাশ ও সদাচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোনও আচার - অনুষ্ঠানের কথা এখানে নেই, আছে সংযম, করুণা, চিত্তশুদ্ধি ও মানবিক ঔদার্যের কথা। এ কারণে অনেকে মনে করেন, অশোকের ধর্ম ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ বিশেষ কোনও ধর্ম নয়, এ ধর্ম আসলে শাশ্বত নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, অশোকের এক বিশেষ মানবিক মূল্যবোধ। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বসাধারণকে নিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ গঠন এর উদ্দেশ্য। তাঁরা অশোকের দ্বৈত সত্তার কথা বলেন, একটি অশোকের ব্যক্তিসত্তা, অন্যটি অশোকের রাজসত্তা। ব্যক্তিগত জীবনে অশোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কিন্তু রাজা অশোক ব্যক্তি অশোকের ঊর্ধ্বে উঠে ধর্মনিরপেক্ষ উদার এক নীতিবাদ প্রচার করেছেন। এই নীতিবাদই ধর্ম।